PANI SAMPAD BARTA

ISSN ■ 1607-9841

এলজিইডি

পানি সম্পদ বার্তা

এলজিইডি'র সমন্বিত পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা ইউনিটের ত্রৈমাসিক বুলেটিন
Quarterly Bulletin of the Integrated Water Resources Management Unit of LGED

সংখ্যা ৩৭, এপ্রিল-জুন-২০১১
ISSUE 37, April - June- 2011

চাঁপাইনবাবগঞ্জে দ্বিতীয় মহানন্দা সেতুর ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করলেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী

গত ২৩ এপ্রিল ২০১১ তারিখে চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলার সদর উপজেলায় নমোশংকরবাটি জিসি - ধূলাউড়া জিসি সড়কে মহানন্দা নদীর উপর ৫৪৬.৬০ মিঃ দীর্ঘ সেতুর ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে সেতুটির মডেল দেখাচ্ছেন জনাব মোঃ ওয়াহিদুর রহমান, প্রধান প্রকৌশলী, স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর। ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন অনুষ্ঠানে মাননীয় মন্ত্রীবর্গ ও উপদেষ্টা, স্থানীয় জনপ্রতিনিধিবৃন্দ ও সংসদ সদস্য, উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মকর্তা এবং স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন।

গত ২৩ এপ্রিল ২০১১ তারিখে চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলার সদর উপজেলাধীন নমোশংকরবাটি জিসি - ধুলাউড়া জিসি সড়কে মহানন্দা নদীর উপর ৫৪৬.৬০ মিঃ (১৭৯৩ ফুট) দীর্ঘ সেতুর ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন শেখ হাসিনা, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার। ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন অনুষ্ঠানে মাননীয় মন্ত্রীবর্গ ও উপদেষ্টা, স্থানীয় জনপ্রতিনিধিবৃন্দ ও সংসদ সদস্য, উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মকর্তা এবং স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন। স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে গৃহীত ৪৯ কোটি ৭৯ লক্ষ টাকা ব্যয়ে নির্মিতব্য এ সেতুটির বাস্তবায়নকারী সংস্থা স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর।

প্রিস্ট্রেসড কংক্রীট গার্ডার বিশিষ্ট এ সেতুটির দৈর্ঘ্য ৫৪৬.৬০ মিঃ ও প্রস্থ ফুটপাথসহ ৮.১০ মিঃ। এছাড়া ২৪০০ মিঃ দীর্ঘ এপ্রোচ রোড এবং এপ্রোচ রোডে ৪৫ ও ৪৮ মিঃ দৈর্ঘ্যের দু'টি সেতুও এর সাথে নির্মিত হবে।

সেতুটি জেলা শহর থেকে বিচ্ছিন্ন সদর উপজেলার ৭টি ইউনিয়নকে মূল শহরের সাথে যুক্ত করবে। এর ফলে যাতায়াত ব্যবস্থার ব্যাপক উন্নয়ন সাধিত হবে যা এলাকার আর্থ সামাজিক উন্নয়নে ইতিবাচক ভূমিকা রাখবে। এ সকল ইউনিয়নে আম, শাক-সব্জীসহ প্রচুর কৃষিজাত দ্রব্য উৎপন্ন হয়। সেতুটি নির্মাণের ফলে এ সকল উৎপাদিত পণ্য সহজে বাজারজাত করা সম্ভব হবে।গত ২৩ এপ্রিল ২০১১ তারিখে চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলার সদর উপজেলাধীন নমোশংকরবাটি জিসি

অন্যান্য পাতায়

- সম্পাদকীয়
- দারিয়াপুর পাবসস পরিদর্শন করলেন স্থানীয় সরকার বিভাগের সচিব
- নব-নির্বাচিত ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্যদের জন্য সমবায় ব্যবস্থাপনা বিষয়ক প্রশিক্ষণ
- জাইকা প্রকল্পে জেন্ডার বিষয়ক সচেতনতামূলক প্রশিক্ষণ
- অংশগ্রহণমূলক ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ সেক্টর প্রকল্পে জেন্ডার বিষয়ক প্রশিক্ষণ
- রঞ্জনা - ঝরনা খাল পাবসস-এর বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত।

সম্পাদকীয়

অংশগ্রহণমূলক ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ সেক্টর প্রকল্প

এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক ও ইফাদের অর্থায়নে অংশগ্রহণমূলক ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ সেক্টর প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়েছে। জানুয়ারী ২০১০- জুন ২০১৭ মেয়াদী প্রকল্পটির বাস্তবায়ন কাজ ও শুরু হয়েছে। এ প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে (ক) পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা অবকাঠামো নির্মাণের মাধ্যমে টেকসই পানি ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি প্রর্বতন করা (খ) সুবিধাভোগীদের অংশগ্রহণের মাধ্যমে পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ পদ্ধতি টেকসই ও শক্তিশালী করা (গ) পানি সম্পদ উন্নয়ন বিষয়ে সংশ্লিষ্ট সরকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের সক্ষমতা বৃদ্ধি করা এবং (ঘ) দরিদ্র ও ভূমিহীন জনগোষ্ঠীর কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা।

প্রকল্পটি ২৭০টি নতুন উপ-প্রকল্প বাস্তবায়ন এবং প্রথম ও দ্বিতীয় ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন সেক্টর প্রকল্পে বাস্তবায়িত উপ-প্রকল্পগুলোর মধ্য থেকে বাছাইকৃত ১৫০টি উপ-প্রকল্পের কার্যকারিতা বৃদ্ধি করার পরিকল্পনা নিয়ে কাজ শুরু করেছে। প্রকল্পটি বাস্তবায়নের ফলে এলাকার ২,২০,০০০ হেক্টর জমিতে দানাদার শস্যের উৎপাদন ৫,৫৬,০৫৩ টন থেকে ৭,৩৫,৬৮৭ টনে এবং অদানাদার শস্যের উৎপাদন ২,৮২,৫৬৯ টন থেকে ৪,১২,৭৫০ টনে উন্নীত হবে বলে আশা করা যাচ্ছে।

প্রথম অর্থ-বৎসরে ২টি নতুন উপ-প্রকল্প এবং প্রথম ও দ্বিতীয় ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন সেক্টর প্রকল্পে বাস্তবায়িত ৪টি উপ-প্রকল্পের কার্যকারিতা বৃদ্ধির মাধ্যমে প্রকল্পের বাস্তবায়ন কাজ শুরু হয়েছে। ইতোমধ্যে উপ-প্রকল্প এলাকার দরিদ্র ও দুঃস্থ নারী ও পুরুষের সমন্বয়ে গঠিত এলসিএস দল ৪টি উপ-প্রকল্পে খাল খননের কাজ শুরু করেছে। এ সকল উপ-প্রকল্পের মাটির কাজে ১৭১ জন নারী ও ৬৫৪ জন পুরুষ অংশগ্রহণ করেছে। এর ফলে ১৬,৫০০ জন দিবস কর্ম সংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে।

প্রকল্প শুরুর সাথে সাথে উপ-প্রকল্প এলাকার উপকারভোগী সংগঠনের সদস্যদের জন্য বিভিন্ন প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়েছে। এছাড়া প্রকল্পের উদ্দেশ্য ও কার্যাবলী সম্বন্ধে জেলা পর্যায়ের নির্বাহী প্রকৌশলী, উপজেলা প্রকৌশলী ও প্রকল্পের কর্মকর্তাদের অবহিতকরণের জন্য এলজিইডি'র আঞ্চলিক অফিসগুলোতে অবহিতকরণ কর্মশালার আয়োজন করা হয়েছে। পাবসস সদস্য ও প্রকল্পের বিভিন্ন কর্মকর্তাবৃন্দের জন্য আয়োজিত এ সকল প্রশিক্ষণে এ পর্যন্ত ১,৬৭৮ জন পুরুষ ও ৪৯৮ জন নারী অংশগ্রহণ করেছেন এবং এর ফলে ২,৫৭৯ প্রশিক্ষণ দিবসের সৃষ্টি হয়েছে। সদস্য শিক্ষণ কর্মসূচীর মাধ্যমে পাবসস-এর সকল সদস্যের জন্য সমিতির পরিচালনা কার্যক্রম সম্পর্কে অবহিতকরণের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

২০১১-২০১২ অর্থ বৎসরের জন্য ২০টি নতুন উপ-প্রকল্প বাস্তবায়ন ও ২৫টি উপ-প্রকল্পের কার্যকারিতা বৃদ্ধির পরিকল্পনা নেয়া হয়েছে। এ লক্ষ্য অর্জনের উদ্দেশ্যে প্রকল্প সংশ্লিষ্ট সকলে কাজ করে চলেছে।

সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ, দারিয়াপুর পানি ব্যবস্থাপনা সমবায় সমিতি পরিদর্শন করলেন

গত ২৩ এপ্রিল ২০১১ তারিখে স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তরের দ্বিতীয় ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন সেক্টর প্রকল্পের আওতায় চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলার সদর উপজেলাধীন দ্বারিয়াপুর পানি ব্যবস্থাপনা সমবায় সমিতির উদ্যোগে দরিদ্র সদস্যদের জন্য ক্ষুদ্র ঋণ বিতরণ কর্মসূচী অনুষ্ঠিত হয়। ঋণ বিতরণ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে জনাব আবু আলম মোঃ শহিদ খান, সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় এবং বিশেষ অতিথি হিসাবে জনাব মোঃ ওয়াহিদুর রহমান, প্রধান প্রকৌশলী, স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর উপস্থিত ছিলেন। প্রকল্পের সোসিও ইকোনমিষ্ট জনাব মোঃ তাসনিম আলমের পরিচালনায় ক্ষুদ্র ঋণ বিতরণ অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন জনাব সৈয়দ শফিউল আলম, নির্বাহী প্রকৌশলী, এলজিইডি, চাঁপাই নবাবগঞ্জ।

দারিয়াপুর পানি ব্যবস্থাপনা সমবায় সমিতির একজন সদস্যকে দ্রব্য ঋণ হিসাবে সেলাই মেশিন দিচ্ছেন জনাব আবু আলম মোঃ শহিদ খান, সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়। এ সময় উপস্থিত ছিলেন জনাব মোঃ ওয়াহিদুর রহমান, প্রধান প্রকৌশলী, স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর (বামে) এবং জনাব সৈয়দ শফিউল আলম, নির্বাহী প্রকৌশলী, এলজিইডি, চাঁপাই নবাবগঞ্জ

অনুষ্ঠানে দারিয়াপুর পাবসস-এর সম্পাদক বলেন যে দ্বিতীয় ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন সেক্টর প্রকল্প থেকে ৬১৭৮ কিমি পাকা ভূগর্ভস্থ সেচনালা ও একটি হেডার ট্যাঙ্ক নির্মাণ করা হয়েছে। এর ফলে উপ-প্রকল্প এলাকার ১২০০ বিঘা জমিতে সেচ দেয়া সম্ভব হয়েছে। তিনি সমিতির মাধ্যমে পরিচালিত সমাজ উন্নয়নমূলক কার্যক্রম যেমন গণশিক্ষা কার্যক্রম, ক্ষুদ্র ঋণ কার্যক্রম ইত্যাদির কথা উল্লেখ করেন। তিনি আরও উল্লেখ করেন যে, গত ঈদুল ফিতরের সময় সমিতির ১০০ জন দরিদ্র নারী ও পুরুষ সদস্যের মধ্যে সমিতির অর্থায়নে শাড়ী ও লুঙ্গি বিতরণ করা হয়েছে। সমিতির বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কার্যক্রমে সচিব মহোদয় সন্তোষ প্রকাশ করেন। তিনি সমিতির সর্বাঙ্গীণ সাফল্য ও উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি কামনা করেন। অনুষ্ঠানে সমিতির ২৫ জন দরিদ্র নারী ও পুরুষ সদস্যের মধ্যে ৬ লক্ষ ২০ হাজার টাকা দ্রব্য ঋণ ও ক্ষুদ্র ঋণ হিসাবে প্রদান করা

দৃষ্টি আকর্ষণ

পানি সম্পদ বার্তায় প্রকাশের জন্য সংবাদ, ফিচার, ছবি ও তথ্য আইডব্লিউআরএম ইউনিটে পাঠান।

পাবসস-এর নব নির্বাচিত ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্যদের জন্য সমবায় ব্যবস্থাপনা বিষয়ক প্রশিক্ষণ

গত ২৭-২৮ জুন ২০১১ তারিখে আগারগাঁও, শেরে বাংলা নগর, ঢাকাস্থ সমবায় অধিদপ্তরের মিলনায়তনে ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন সেক্টর প্রকল্পের প্রথম ও দ্বিতীয় পর্যায়ে গঠিত পাবসসসমূহের নব নির্বাচিত ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্যদের জন্য সমবায় ব্যবস্থাপনা বিষয়ক দুইদিনের এক প্রশিক্ষণ কোর্সের আয়োজন করা হয়। অংশগ্রহণমূলক ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ সেক্টর প্রকল্প ও সমবায় অধিদপ্তরের যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত এই প্রশিক্ষণের উদ্বোধন করেন সমবায় অধিদপ্তরের নিবন্ধক বেগম মুশফেকা ইফফাত। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সমবায় বিভাগের অতিরিক্ত নিবন্ধক জনাব আসাদুজ্জামান, যুগ্ম নিবন্ধক, জনাব প্রতুল কুমার সাহা এবং তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, জনাব মোঃ হাবিবুর রহমান, আইডব্লিউআরএম ইউনিট, এলজিইডি এবং সমবায় অধিদপ্তর ও এলজিইডি'র উর্ধ্বতন কর্মকর্তা ও পরামর্শকবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

পানি ব্যবস্থাপনা সমবায় সমিতির ব্যবস্থাপনা কমিটির নব নির্বাচিত সদস্যদের জন্য সমবায় ব্যবস্থাপনা বিষয়ক প্রশিক্ষণের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বক্তব্য প্রদান করছেন জনাব মোঃ হাবিবুর রহমান, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, আইডব্লিউআরএম ইউনিট, এলজিইডি। পাশে উপবিষ্ট আছেন বেগম মুশফেকা ইফফাত, নিবন্ধক, সমবায় অধিদপ্তর।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে নিবন্ধক, সমবায় অধিদপ্তর বলেন যে উপ-প্রকল্প বাস্তবায়নের সকল ধাপে অংশগ্রহণকারী উপকারভোগী সদস্যদের জন্য আয়োজিত এই প্রশিক্ষণ সমবায় সমিতি ব্যবস্থাপনা ও পরিচালনায় তাদের দক্ষতা বৃদ্ধিতে ইতিবাচক অবদান রাখবে। জনাব সহিদুল হক, প্রকল্প পরিচালক, অংশগ্রহণমূলক ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ সেক্টর প্রকল্প প্রশিক্ষণার্থীদের সাথে মিলিত হন। তিনি প্রকল্প বাস্তবায়নের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করেন এবং দিক নির্দেশণামূলক বক্তব্য প্রদান করেন।

ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন প্রকল্পে (জাইকা) জেন্ডার বিষয়ক সচেতনতামূলক প্রশিক্ষণ

বৃহত্তর ময়মনসিংহ, সিলেট ও ফরিদপুর এলাকায় ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন প্রকল্পের উপ-প্রকল্পসমূহে গঠিত পানি ব্যবস্থাপনা সমবায় সমিতির বিভিন্ন কার্যক্রমে নারীর সক্রিয় অংশগ্রহণ নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে এর ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্যদের জন্য জেন্ডার সচেতনতামূলক প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়। গত মে ২০১১ তে প্রকল্প এলাকার বিভিন্ন জেলায় এই প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়।

জেলা পর্যায়ের এ সকল প্রশিক্ষণে ২১টি উপ-প্রকল্পের পাবসস'র ব্যবস্থাপনা কমিটির প্রায় ২৫০ জন নারী-পুরুষ সদস্য এবং সংশ্লিষ্ট মাঠকর্মীরা অংশগ্রহণ করেন।

জেন্ডার সচেতনতামূলক প্রশিক্ষণ কোর্সে অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে থেকে বক্তব্য প্রদান করছেন একজন প্রশিক্ষণার্থী।

প্রশিক্ষণে সংশ্লিষ্ট জেলা এলজিইডি'র নির্বাহী প্রকৌশলী উদ্বোধনী অধিবেশনের সভাপতিত্ব করেন। রিসোর্স পারসন হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সংশ্লিষ্ট জেলার সিপিও, জেন্ডার ও উন্নয়ন বিশেষজ্ঞ, প্রকল্প পরামর্শকবৃন্দ এবং জেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা। প্রশিক্ষণার্থীদের সহজ ও স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণে প্রতিটি প্রশিক্ষণ হয়ে উঠেছিল প্রাণবন্ত। উন্নত পরিবার এবং সমাজ গঠনের উদ্দেশ্যে পরিবারে বা সমাজে ছেলে শিশু ও মেয়ে শিশু এবং নারী-পুরুষের মধ্যে বিদ্যমান বৈষম্য দূর করাসহ ভবিষ্যতে ছেলে শিশু ও মেয়ে শিশুর বৈষম্যহীনভাবে বেড়ে ওঠার ক্ষেত্রে অবদান রাখবেন বলে অংশগ্রহণকারীবৃন্দ হাত তুলে শপথ গ্রহণ করেন। প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারীরা ছোট ছোট দলে বিভক্ত হয়ে আলোচনার মাধ্যমে উপ-প্রকল্পে নারীর অংশগ্রহণ বৃদ্ধির ক্ষেত্র, উপায় এবং এ বিষয়ে নারী ও পুরুষের ভূমিকা কি হওয়া উচিত তা নির্ধারণ করেন।

শীতকালীন সবজি চাষে মুনাফা

বৃহত্তর ময়মনসিংহ, সিলেট ও ফরিদপুর এলাকায় ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় শেরপুর জেলার নালিতাবাড়ী উপজেলাধীন রঞ্জনা-ঝরনা খাল উপ-প্রকল্পের ২০ জন উপকারভোগী পাবসস সদস্য বিগত রবি মৌসুমে শীতকালীন সবজি চাষাবাদ করে আশাতীতভাবে লাভবান হয়েছেন, তাই সবজি চাষে তারা আরো মনোযোগী হয়েছেন।

উপ-প্রকল্পটি গারো পাহাড়ীয়া শীত প্রধান এলাকায় অবস্থিত হওয়ায় শীতকালীন সবজি চাষের জন্য বিশেষভাবে উপযোগী। এছাড়াও পাহাড়ের পাদদেশে বসবাস হওয়ায় স্থানীয় অধিবাসী তাদের ভাগ্যোন্নয়নের জন্য কঠোর পরিশ্রম করে থাকে। এই পরিশ্রম চাষাবাদে তাদেরকে আর্থিকভাবে স্বচ্ছল করাসহ সামাজিকভাবে তাদের জীবনমান উন্নয়নে আরো বেশী সহায়ক হবে। উল্লেখ্য উপ-প্রকল্পটি বাস্তবায়নের ফলে ফসল উৎপাদনে সেচের জন্য পানি সরবরাহ বৃদ্ধি পাবে।

উপ-প্রকল্প এলাকায় পাবসস উপকারভোগী সদস্যদের শীতকালীন সবজি চাষ

উন্নয়ন সেক্টর প্রকল্পের প্রথম ও দ্বিতীয় পর্যায়ে গঠিত

রঞ্জনা-ঝরনা খাল পাবসস লিঃ - এর বার্ষিক সাধারণ সভা

বৃহত্তর ময়মনসিংহ, সিলেট ও ফরিদপুর এলাকায় ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় শেরপুর জেলার নালিতাবাড়ী উপজেলায় গঠিত রঞ্জনা-ঝরনা পানি ব্যবস্থাপনা সমবায় সমিতি লিঃ - এর বার্ষিক সাধারণ সভা গত ২৯ জুন ২০১১ তারিখে অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন পাবসস-এর সভাপতি জনাব মোসলেম উদ্দিন আহমদ। সভায় উল্লেখযোগ্য সংখ্যক সদস্যের উপস্থিতিতে পূর্ববর্তী অর্থ বৎসরের আয়-ব্যয় ও লাভ-ক্ষতির হিসাব এবং কার্যাবলীর প্রতিবেদন পেশ করা হয় এবং আগামী অর্থ বৎসরের পরিকল্পনা ও বাজেট উপস্থাপন ও অনুমোদন করা হয়।

রঞ্জনা-ঝরনা খাল পাবসস লিঃ একজন নারী সদস্যকে গাছের চারা প্রদান করছেন প্রকল্পের পরামর্শক ও দলের Team Leader, Mr. Alan K Clark

সাধারণ সভায় অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন প্রকল্পের Team Leader Mr. Alan K Clark: Sr. IDS জনাব সিরাজুম মুনির, ময়মনসিংহ অঞ্চলের IDS জনাব মোঃ মুনিরুজ্জামান এবং CM&QCS জনাব আবু তৈয়ব মিয়া। সভায় প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন জনাব এ এস এম কবীর, উর্ধ্বতন সহকারী প্রকৌশলী, এলজিইডি, শেরপুর। সাধারণ সদস্যদের নিয়মিত মিটিং-এ উপস্থিতি এবং সঞ্চয়ে উৎসাহিত করার জন্য সভায় কয়েকজন নিয়মিত সঞ্চয়ী সদস্যকে গাছের চারা প্রদান করা হয়।

এলজিইডি'র কাটাখালে প্রাকৃতিক মাছ সমারোহ

স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তরের ব্যবস্থাপনাধীন বৃহত্তর ময়মনসিংহ, ফরিদপুর ও সিলেট এলাকায় বাস্তবায়নাধীন ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় হবিগঞ্জ জেলার নবীগঞ্জ উপজেলায় আরুয়া কলকলিয়া উপ-প্রকল্পটি অবস্থিত। এই উপ-প্রকল্পটি পানি সংরক্ষণ উপ-প্রকল্প। এই উপ-প্রকল্পের মধ্যে ধানক্ষেত বা নিচু ভূমি, খাল, বাওড় ও পুকুর রয়েছে।

পূর্ববর্তী অর্থ বৎসরের আয়-ব্যয় ও লাভ-ক্ষতির হিসাব এবং

কাটা খাল থেকে প্রাকৃতিক মাছ আহরণের দৃশ্য

এ উপ-প্রকল্পের মধ্যে বিজনা খাল ও কলকলিয়া খাল নামে ২টি খাল আছে। খাল দুটির আয়তন যথাক্রমে ১৫ (হেক্টর) ও ... একর। আগে এসব খালে সারা বছরই প্রচুর প্রাকৃতিক মাছ পাওয়া যেত কিন্তু সম্প্রতিক কালে নদীর গতি পরিবর্তন এবং অধিক পলিমাটিতে ভরাট হওয়ার কারণে উক্ত খাল দুটিতে শুষ্ক মৌসুমে কোন প্রাকৃতিক মাছ পাওয়া যেত না। কিন্তু এলজিইডি'র আওতায় পানি সম্পদ উন্নয়ন প্রকল্পের মাধ্যমে আংশিক খাল খনন হওয়ার ফলে সারাবছরই প্রচুর পরিমাণে প্রাকৃতিক মাছ পাওয়া যায়।

কার্যাবলীর প্রতিবেদন পেশ করা হয় এবং আগামী অর্থ বৎসরের পরিকল্পনা ও বাজেট উপস্থাপন ও অনুমোদন করা হয়।

প্রাকৃতিক মাছের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো বোয়াল, পুটি, টেংরা, টাকি, ফলি ইত্যাদি। উপ-প্রকল্পের বাকী কাজ (খাল খনন) সম্পন্ন হলে প্রাকৃতিক মাছের পরিমাণ দ্বিগুণ হবে বলে আশা করা যাচ্ছে। এছাড়া উক্ত খালে পরিকল্পিতভাবে মজুদ ভিত্তিক মাছ চাষ করা যাবে এবং উক্ত খাল দুটির কিছু অংশে মৎস্য অভয়ারণ্য করা যাবে। ফলে উক্ত উপ-প্রকল্প এলাকায় প্রাকৃতিক মাছের উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে।

অংশগ্রহণমূলক ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ সেক্টর প্রকল্পে জেন্ডার বিষয়ক প্রশিক্ষণ

অংশগ্রহণমূলক ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ সেক্টর প্রকল্পে জেন্ডার বিষয়ক কর্মকান্ডের মধ্যে প্রশিক্ষণ অন্যতম। গত ৪-৫ মে ও ১-২ জুন ২০১১ তারিখে ২টি ব্যাচে প্রকল্পের ২৪ জন সোসিও-ইকোনমিস্ট ও সোসিওলজিস্টের জন্য "পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনায় জেন্ডার বিষয়ক টট ট্রেনিং কোর্স" আয়োজন করা হয়। দুই দিনের এই প্রশিক্ষণে জেন্ডার বিষয়ক ধারণা, পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনার মূলধারায় জেন্ডার এবং প্রশিক্ষণের বিভিন্ন উপকরণ তৈরী ও পদ্ধতির ব্যবহার বিষয়ক আলোচনা, দলীয় আলোচনা, রোল-প্লে, বিষয়ভিত্তিক উপস্থাপনা, কেস স্টাডি লেখা ও উপস্থাপনার বিষয়সমূহ অর্ন্তভুক্ত ছিল।

সাধারণ সভায় অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন প্রকল্পের Team Leader Mr. Alan K Clark: Sr. IDS জনাব সিরাজুম মুনির, ময়মনসিংহ অঞ্চলের IDS জনাব মোঃ মুনিরুজ্জামান এবং CM&QCS জনাব আবু তৈয়ব মিয়া। সভায় প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন জনাব এ এস এম কবীর, উর্ধ্বতন সহকারী প্রকৌশলী, এলজিইডি, শেরপুর। সাধারণ সদস্যদের নিয়মিত মিটিং-এ উপস্থিতি এবং সঞ্চয়ে উৎসাহিত করার জন্য সভায় কয়েকজন নিয়মিত সঞ্চয়ী সদস্যকে গাছের চারা প্রদান করা হয়।

ধানক্ষেত বা নিচু ভূমি, খাল, বাওড় ও পুকুর রয়েছে।

"জেন্ডার বিষয় কেন প্রয়োজন" শীর্ষক প্রশিক্ষণ কোর্সে তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, আইডাব্লিউআরএম ইউনিট, প্রকল্প পরিচালক, অংশগ্রহণমূলক ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ সেক্টর প্রকল্প এবং প্রকল্প পরামর্শক দলের উর্ধ্বতন পরামর্শকদের দেখা যাচ্ছে (বামে); "জেন্ডার বিষয়ক প্রশিক্ষক প্রশিক্ষণ" শেষে প্রশিক্ষণার্থীদের সার্টিফিকেট প্রদান করছেন জনাব অনিল চন্দ্র বর্মন, নির্বাহী প্রকৌশলী, (বাস্তবায়ন), প্রকল্প সদর দপ্তর।

গত ১২ মে ২০১১ তারিখে এলজিইডি সদর দপ্তরে "জেন্ডার বিষয় কেন প্রয়োজন" শীর্ষক ১দিনের ১টি প্রশিক্ষণ কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়েছে। এতে অংশ নিয়েছেন পিএমও কর্মকর্তাবৃন্দ, প্রকল্প পরামর্শকবৃন্দ এবং আইডাব্লিউআরএম ইউনিটের কর্মকর্তাসহ মোট ৪০ জন অংশগ্রহণকারী। প্রকল্পের প্রতিটি ধাপে কিভাবে জেন্ডার বিষয়কে অর্ন্তভুক্ত করা যায় এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় কিভাবে নারীর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা যায় সে বিষয়ে মতামত বিনিময় করা হয়। প্রশিক্ষণে আইডব্লিউআরএম ইউনিটের তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী জনাব মোঃ হাবিবুর রহমান উদ্বোধনী বক্তব্য দেন এবং প্রকল্প পরিচালক জনাব মোঃ সহিদুল হক প্রকল্পের কার্যক্রমের একটি সার্বিক বর্ণনা দেন। তিনি সমাপনী অধিবেশনেও উপস্থিত ছিলেন। এছাড়া প্রকল্পের নির্বাহী প্রকৌশলীদ্বয়, টিম লিডার, ডেপুটি টিম লিডার এবং এডিবি প্রতিনিধিও উপস্থিত ছিলেন। প্রকল্পের জেন্ডার বিশেষজ্ঞ বেগম শামসুন নাহার জেন্ডার বিষয়ক কোর্সসমূহ পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে সার্বিক দায়িত্ব পালন করেন।

গত ৯ মে ২০১১ তারিখে চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলার সদর উপজেলাধীন দারিয়াপুর পাবসস-এ একদিনের জেন্ডার সচেতনতা বিষয়ক প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। প্রধান প্রকৌশলী, এলজিইডি মহোদয়ের সমিতি পরিদর্শনের ফলোআপ হিসাবে সেখানে গণশিক্ষা কার্যক্রম শুরু করা হয়েছে এবং ২টি মহিলা ও একটি পুরুষ দলে বয়স্ক শিক্ষা চালু হয়েছে

সম্পাদক : মোঃ হাবিবুর রহমান, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, সমন্বিত পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা ইউনিট, আরডিইসি ভবন (লেভেল-৬), এলজিইডি প্রধান কার্যালয়, শেরেবাংলা নগর, আগারগাঁও, ঢাকা-১২০৭
ফোন : ৯১২৭১৬৩, ফ্যাক্স : ৯১৩২০৬১, ই-মেইল : se-iwrm@lged.gov.bd, Web : www.lged.gov.bd, www.iwrm.lged.gov.bd